অরোরা ফিল্মসের

বন্ধুর পথ

Rupdan

পরিবেশক - অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ

অরোরা ফিল্মসের নিবেদন

বন্ধুর পথ

চরিত্রাঙ্কনে

অহীন, ধীরাজ, মিহির, জীবেন, ছায়া, ৺হাজু, বাদল, ভানু, কালী গুহ, বিজয়, দেবেন, ৺ভবানী, রেনুকা পূর্ণিমা, সুহাসিনী, রাজলক্ষ্মী, বন্দনা, মায়া, আশা, রমা, উমাতারা, অর্পণা।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **চিত্ত বসু**

কাহিনী : **নিতাই ভট্টাচার্য্য**

সুরশিল্পী	...	**পরিতোষ শীল**
আলোক-চিত্রকর	...	**বঙ্কু রায়**
শব্দযন্ত্রী	...	**সত্যেন দাসগুপ্ত**
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	**উমা মল্লিক**
সম্পাদক	...	**বিশ্বনাথ মিত্র**
ব্যবস্থাপক	...	**সরোজেন্দ্র মিত্র**
রূপসজ্জাকর	...	**বসন্ত দত্ত**

সহকারীগণ—পরিচালনায় : **প্রবোধ সরকার, নরেশ রায়।** আলোকচিত্রণে : **বিজয় গুপ্ত, চন্দ্রানন ঘোষ।** শব্দানুলেখনে : **রাসবিহারী চ্যাটার্জ্জি।** রসায়নাগারে : **রমেশ ঘোষ, অনিল দাসগুপ্ত, অনিল মুখার্জ্জি, রবি সেন।** সম্পাদনায় : **রাসবিহারী সিংহ।** রূপসজ্জায় : **বঙ্কিম দত্ত।**

পরিবেশক : **অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা**

অরোরা ফিল্মস্ কর্পোরেশন লিমিটেড

বন্ধুর পথ

—কাহিনী—

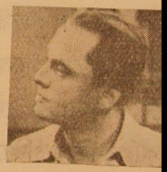

হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার চারু-কিশোর ঘোষ। অর্থ যশ, মান কিছুরই অভাব নেই। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সব যেন এক সুরে বাঁধা। বন্ধুরা অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন "সুখের সংসার তোমার—শান্তির নীড়"।

কিন্তু হটাৎ-ওঠা-ঝড়ের দাপটে একদিন দেখা গেল সে নীড় ভেঙ্গে পড়েছে।

বড়জামাই বিলাতফেরত; কিন্তু রূঢ় আঘাত পেলেন তিনি বড় মেয়ে যখন চোখের জলে জানালে তার অপকীর্ত্তির কাহিনী।

সে আঘাতও হয়ত সইত যদি না বাড়ী ফিরে দেখতেন মেজ মেয়ে চিরদিনের জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করে এসেছে।

ছোট মেয়ে এ্যামেলিয়া সম্বন্ধে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লরেটোয়-পড়া

মেয়ে সে—রীতিমত মেমসাহেব। বর্দ্ধমানের জমীদার মলয় সেনের সঙ্গে তার অবাধ মেলামেশা তিনি ঠিক প্রীতির চোখে দেখতে পারেন না। তবু একদিন সেই মলয় সেনের ফৌজদারী মকদ্দমা উপলক্ষে তাঁকে ছুটতে হ'ল বর্দ্ধমানে।

কোর্টে প্রতিপক্ষ উকীল রবীন বোসের বাগ্মিতা এবং তেজস্বিতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরিচয় নিয়ে জানলেন সে তাঁরই পুরাতন বন্ধুপুত্র।

তিরিশ বছর আগেকার জীবন ফিরে পেয়ে তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। মনে মনে রবীনকে আপন করে নেবার যে বাসনাটুকু দেখা দিল, হয়ত সেটা গোপনই থাকত, যদি না কলিকাতায় ফিরে মলয় সেনের প্রকৃত স্বরূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়ে যেত।

তিনি বন্ধুপত্নীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে পত্র লিখলেন। কিন্তু এ্যামেলিয়া এমন একটা বিয়ের কথা ভাবতেই পারেনা। বর্দ্ধমানের এক গেঁয়ো উকিল, তার উপর দাদা, বৌদি, দিদিদের নির্ম্মম পরিহাস, শ্লেষোক্তি তাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

সে প্রতিবাদ জানাল মায়ের কাছে। কিন্তু তিনি অক্ষম। ছুটে গেল বাপের কাছে। চারুকিশোর অনমনীয়।

আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে এ্যামেলিয়া শরণাপন্ন হ'ল মলয় সেনের।

তাকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে রওনা হ'ল দুমকার পথে—মাসীমার কাছে।

মলয় সেন বোধ করি এমনি একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। লালসার লেলিহান শিখাটা তার এ্যামেলিয়াকে গ্রাস করবার জন্যে কি ভাবে মাঝপথের এক হোটেলে বিস্তার লাভ করল-কি ভাবেই বা নির্দ্দোষ রবীন বোস পতঙ্গের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে প্রদীপ্ত শিখায়, তারই পরিচয় পাবেন রূপালী পর্দ্দায়।

গান

(১)

দুঃখীর নারায়ণ এই তাঁত ভাইরে
বাংলার ঘরে ঘরে এই তাঁত চাইরে।
দিনরাত বুনে যাও
হাতে কেটে সুতা নাও
মাকু চলে তালে তালে আর গান গাইরে।
বুনে যাও তাঁতি সবে শূদ্র কি ব্রাহ্মণ
দাও মন তাঁতে আর দাও চরকায় মন।
সুতায় বুনিয়া যাও
দেশের ভাগ্যটাও

পরের প্রসাদে তোর লজ্জা কি নাইরে।
মোটা এ কাপড় পর খাও মোটা ডালভাত
ভাবনা কি ভয় কিরে লাঙ্গল ও আছে তাঁত।
নিয়ে বিদেশীর দান,
শুধু যে খোয়াস্ মান্
দান নিয়ে স্বাধীনতা মোরা যে হারাইরে।

(২)

যেথা চাঁদ আর ফুল কথা কয় ফাগুনের জ্যোছনাতে
স্বপনের সেই ভুবনে হাতখানি রেখো হাতে।
মোদের মনের মাধুরী, বাজাবে মিলন বাঁশুরী
বিধুর হবে গো রজনী অকারণ বেদনাতে ॥
আমার হিয়ায় কাঁদিবে শেফালী বনের কামনা
তোমার শিশির ঝুরিবে আমার লাগি যে ভাবনা ॥
চাহিয়া আঁখিতে আঁখিতে বাঁধিও প্রাণের রাখীতে
আর কিছু নাহি চাহি গো—তুমি যদি থাকো সাথে ॥

(৩)

মান করেছে
রাই আমাদের মান করেছে
এ বড় কঠিন মান, রাধার
এ বড় কঠিন মান
চরনে ধরিয়া কাঁদিছে শ্রীহরি
চরনে সঁপিয়া প্রাণ ॥

ওলো ছিঃছিঃ রাধে ছিঃ
মোরা তোরে যে কহিব কি
তুই প্রেমিকা হইয়া প্রেমের মূল্য
না দিলি শ্যামেরে দান।
দিতে হবে, মানময়ী তোরে দিতে হবে
ওই মান দান তোরে রাধে দিতে হবে
ওই মানের মূল্য কোথায় পাবো গো
কোথায় পাইব কড়ি
তাই দোর দোরে আহা মাগিছে ভিক্ষা
দীন দীননাথ হরি ॥

(৪)

রিম ঝিম, রিম ঝিম সজল সুরে
দোল দিল দোল দিল দোল দিলরে ॥
শ্রাবনের ঝুলনায় নীপদল মূরছায়
বেদনার বিদ্যুৎ ঝলকিলরে ॥
মেঘময়ূরের লীলা স্বপ্নের দেশে গো
কার হিয়া কার সনে যেন আজ মেশে গো ॥
চাতকীর তিয়াসায় মন যেন তারে চায়
মধুর বেদনা মোর সুর নিলরে ॥

———

অরোরার প্রামান্য চিত্রাবলী ঃ—

- জয়তু নেতাজী ঃ
- রবীন্দ্রনাথ ঃ
- মহাত্মা গান্ধী ঃ
- জয়যাত্রা ঃ
- মনিমেলা ঃ
- জাতির ভবিষ্যত ঃ
- সবপেয়েছির আসর ঃ
- ঘাটশীলা শিক্ষা শিবির ঃ
- অরোরা স্ক্রীন নিউজ নং ৪২

(কোলকাতায় টেষ্ট ক্রীকেট খেলা
ও পণ্ডিত নেহেরু কর্ত্তৃক
গান্ধীঘাট উদ্বোধন)

নবতম কর্ম্মপ্রচেষ্টা ঃ

১৬ মিঃ মিঃ চিত্রগ্রহণ

ও

প্রদর্শন ব্যবস্থা

মহাজাতি আর্ট প্রেস
১১৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা-২৯

মূল্য দুই আনা